যুগান্তর

তারিখ ... 16 JAN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ার সংকল্প নিয়ে বই মেলা শেষ

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায় সবাইকে বইয়ের আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে গতকাল শেষ হল পক্ষকালব্যাপী নবম ঢাকা বইমেলা। এ উপলক্ষে গতকাল বিকালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মেলামাঠে এক সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিনা রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সবাইকে চলতি বছর গ্রন্থাগার বর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী গ্রন্থবর্ষ ২০০২ সফল হয়েছে। গ্রন্থবর্ষের সফলতার পর প্রধানমন্ত্রী এ বছরকে 'গ্রন্থাগার বর্ষ' ঘোষণা করেছেন। গ্রন্থবর্ষের মতো গ্রন্থাগার বর্ষকে সফল করতে হবে। তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার সময়ে প্রতিটি থানায় ১টি করে গণগ্রন্থাগার গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

সংস্কৃতি সচিব নাজমুল আহসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক কবি মাহমুদ শফিক, মাঈন কামাল খান ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মাহমুদুল মাসুদ।

বক্তারা বলেন, বইয়ের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া যুব সমাজকে ফিরিয়ে আনতে হবে, গ্রন্থাগার বর্ষ আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের সংঘবদ্ধ করতে হবে।

এ বছর মেলার মূল প্রতিপাদ্য ছিল সমৃদ্ধির জন্য বই। এই প্রথম মেলায় সর্বাধিক ১৫১টি স্টল অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৫টি বিদেশী ছিল। গতকাল শেষদিনে বইমেলা খুব একটা জমেনি। এজন্য সবাই মাত্রাতিরিক্ত শীতকেই দায়ী করেছেন। বিকালের দিকে টুকটাক বেচাকেনা হলেও সন্ধ্যার পর মেলা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়।